গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বার্ষিক কর্মসম্পাদন, সেবা উন্নয়ন ও উদ্ভাবন শাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৫.২২-১৮৬

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।**

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর ১.২ কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

১৩/১০/2022

(মোঃ নূর-ই-আলম)
উপসচিব (অ.দা.)
☎ ৯৫১২২০৫
apa@moedu.gov.bd

সচিব
সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব (ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৫.২২-১৮৬

তারিখ: ২৮ আশ্বিন ১৪২৯ / ১৩ অক্টোবর ২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। সচিব এর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

১৩/১০/2022

(মোঃ নূর-ই-আলম)
উপসচিব (অ.দা.)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা /আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১.	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অনুদান সেবা সহজিকরণ**	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর রাজস্ব বাজেট হতে প্রতি বছর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের একাকালীন আর্থিক সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উক্ত অনুদান প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করে পত্রিকায় ও এ বিভাগের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পূর্বে উক্ত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আবেদনকারী সরাসরি এ বিভাগের সচিব বরাবর অথবা জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করতেন। জেলা প্রশাসক আবেদন যাচাই-বাছাইক্রমে জেলা শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে তালিকা প্রণয়ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করতেন। সরাসরি/জেলা প্রশাসক হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করা হতো। উক্ত প্রস্তুতকৃত তালিকা যাচাইবাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাইক্রমে জেলাওয়ারী চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করে তা যথাযথ *কর্তৃপক্ষের* অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হতো। এতে সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অনুদানের অর্থ পেতে প্রায় ৩-৬ মাস বিলম্ব হতো। বর্তমানে উক্ত সেবাটি সহজিকরণের ফলে আবেদনকারী নিজ অবস্থানে থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে **(এক সেবার মাধ্যমে)** আবেদন করতে পারছেন। অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ অতি দ্রুতসময়ে যাচাইবাছাই কমিটির মাধ্যমে যাচাইক্রমে জেলাওয়ারী চুড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি করা হচ্ছে। সুবিধাভোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অনুদান ডাক বিভাগের ডিজিটাল লেনদেন নগদের মাধ্যমে (মোবাইল ব্যাংকিং) এক দিনের মধ্যে প্রদান করা হচ্ছে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	**https://www.mygov.bd/**	প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে **(এক সেবার মাধ্যমে)** আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাকি সময় সেবাটির লিংক Inactive থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা /আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
০২.	বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) কর্মকর্তাদের ছুটি সহজিকরণ	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় পোস্ট প্রাইমারি সেক্টরের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যতীত সকল পর্যায়ের শিক্ষার পলিসি প্লানিং, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যাদি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ বিভাগের আওতাধীন ৩২৮টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এ সকল কলেজে প্রায় ১৬০০০ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। এ সকল শিক্ষকের বিভিন্ন ধরণের ছুটি যেমন বহিঃবাংলাদেশ ছুটি, শিক্ষা ছুটি, অর্জিত ছুটি, লিয়েন ইত্যাদি এ বিভাগ হতে অনুমোদন করা হয়। ছুটির জন্য একজন শিক্ষককে অনেক ভোগান্তি ও সময়ক্ষেপন করতে হয়। সেবা সহজীকরণের পূর্বে ছুটির অনুমোদন প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষক তার আবেদন করার সময় হিসাবরক্ষণ অফিসের ছুটি প্রাপ্তির প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে তা অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারিশসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে দাখিল করতেন। আবেদন ডাকে বা অন্য কোন মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হতো। এতে অনেক সময় আবেদন ট্র্যাক করতে সমস্যা হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আবেদন গ্রহণের পর তা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক মহাপরিচালকের অনুমোদনের জন্য প্রায় ১৫/২০ দিন সময় লাগতো। অনেক সময় আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে না থাকায় তা আবার সংশোধনের জন্য আবেদনকারী শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় আরও কয়েকদিন বেশি সময় লাগতো। এখানে অনেক সময় শিক্ষককে অধিদপ্তরে আসতে হতো। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদনের পর তা সুপারিশসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হতো। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে আবেদন প্রাপ্তির পর তা পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদনের প্রক্রিয়া করা হতো। এতে আরও ৫/৭ দিন সময় লাগতো। পদবীভেদে অনেক আবেদন মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন প্রয়োজন হতো। মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের পর সরকারি আদেশ জারি করা হতো এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হতো। বর্তমানে সেবাটি সহজিকরণের ফলে ছুটির জন্য একজন শিক্ষক অনলাইনের **(এক সেবার মাধ্যমে)** মাধ্যমে তার আবেদন করার সময় হিসাবরক্ষণ অফিসের ছুটি প্রাপ্তির প্রত্যয়ন সংযুক্ত করে আবেদন করেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান তা অনলাইনের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন যাহা এক সেবা সিস্টেম হতে ই-নথির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে জমা পড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আবেদন যাচাইক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে (ই-নথির	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	**https://www.mygov.bd/service/?id=BDGS-1581582162**	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা /আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		মাধ্যমে)। প্রাপ্ত আবেদন যাচাইবাছাইপূর্বক অনুমোদনক্রমে সরকারি আদেশ জারি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।				
০৩.	মিডিয়া কর্নার	বর্তমান সরকার জনগণের দৌড়গোরায় সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এর ই ধারাবাহাকিতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর ওয়েবসাইটে একটি মিডিয়া কর্নার মেনু তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত যেমন: পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য, স্কুল-কলেজের ভর্তির নীতিমালা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে শিক্ষা মন্ত্রীর বক্তব্য, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য, নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি জনসাধারণ ও সংবাদ মাধ্যম এর কাছে দ্রুত পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সাধারাণ জনগণ বিষয়টি অনলাইনে (ওয়েব সাইটের মাধ্যমে) সহজে জানতে পারবেন এবং সাংবাদিকবৃন্দ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে খবরটি প্রচার করতে পারবেন। এতে সেবা গ্রহীতাগণের আগমন, সময় ও ব্যয়ের সাশ্রয় ঘটবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	**https://shed.gov.bd/site/view/press_release/**	
০৪.	**পরীক্ষার সনদ সত্যায়নের জন্য "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" চালুকরণ।**	শিক্ষার্থীদের **সনদ সত্যায়ন** নাগরিক সেবাটি সহজে সেবা গ্রহীতাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক **'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'** উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস** উদ্ভাবনী ধারনার মাধ্যমে বর্হিঃবিশ্বে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সেবা গ্রহীতাগণ (শিক্ষার্থী) তাৎক্ষণিক তাদের সনদ সত্যায়ন করতে পারবে। এজন্য পরিবহন পুল ভবনের ৮ম তলার ৮০৮ নম্বর কক্ষে **'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'** ডেস্ক চালু করা হয়েছে। উক্ত কক্ষে এ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত একজন সত্যায়নকারী কর্মকর্তা সকাল ১০.০০ টা হতে বেলা ১২.০০ টা পর্যন্ত সনদ সত্যায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের **সনদ সত্যায়ন** সহজ হয়েছে এবং একই দিনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সনদ সত্যায়নের জন্য জমা দিতে পারবেন। এতে সেবা গ্রহীতাদের (শিক্ষার্থীদের) সময়, মূল্য ও যাতায়াত (TCV) কমবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে		
০৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাবলি বিভিন্ন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কিত তথ্য (পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। পিআইএমএস তৈরির ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যেকোন তথ্যাবলী যেমন: পদের নাম, যোগদানের তারিখ,	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	http://moepims.bdspiderit.com/login/login.php	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা /আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	কর্মচারীদের ব্যক্তিগত সম্পর্কিত তথ্য ডিজিটাইজেশণ (Personnel Information Management System) এর মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ	কোন পদে যোগদানকৃত, কোন শাখায় কত দিন কর্মরত, প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত তথ্যাবলি, ছুটি সংক্রান্ত তথ্যাবলি, ব্যক্তিগত তথ্যাবলী, পিআরএল গ্রহণের তারিখ ইত্যাদি খুব দ্রুত সময়ে পাওয়া যাচ্ছে। এতে করে দাপ্তরিক কার্যক্রম এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত দ্রুততার সাথে নেয়া যাচ্ছে। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক সেবা যেমন: পদোন্নতি, ছুটি, প্রশিক্ষণে মনোনয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম প্রদানে সহজতর হচ্ছে।				
০৬.	বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) এমপিও ভুক্তির লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণসহ সকল কার্যক্রম ডিজিজাইজেশনকরণ	**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১** অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী** ডিজিটাইজকৃত সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে খতিয়ানভুক্ত ও নামজারিকৃত নিজস্ব ভূমিতে অবকাঠামো এবং হালনাগাদ একাডেমিক স্বীকৃতি থাকা সাপেক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনের এমপিওভুক্তির জন্য আবেদন করতে হয়। প্রাপ্ত আবেদনসমূহ অনলাইনে যাচাই বাছাই করে **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০২১ অনুযায়ী** যোগ্যতার ভিত্তিতে যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করা হয় । এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মন্ত্রণালয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই এবং আবেদনকারীর কোন আর্থিক খরচ নেই। সম্পূর্ণরূপে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত সকল শিক্ষক কর্মচারী বেতন ভাতার আওতায় আসবে। শিক্ষক কর্মচারীগণ বেতন-ভাতার আওতায় আসলে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং পাঠদান কার্যক্রমে অধিক মনোযোগী হবে সর্বোপরি তাদের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে।	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	http://202.72.235..210./shed	অনলাইনে এমপিও ভুক্তির জন্য আবেদন ৩১/১০/২০২১ তারিখ শেষ হওয়ায় লিংকটি inactive আছে।
০৭.	মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ (Case	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে চলমান মামলার হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষিত না থাকায় নতুন একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ মামলা সংক্রান্ত ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ (Case Management System) প্রস্তুত করা হয়। উক্ত সিস্টেমে এ বিভাগের সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা নিজ নিজ দপ্তর হতে মামলার তথ্য এন্ট্রিসহ মামলার হালনাগাদ	হ্যাঁ কার্যকর আছে	হ্যাঁ পাচ্ছে	https://bdspiderit.com/moeducms/login/login.php	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্র নং	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা /আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/ আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
	Management System)	তথ্য ডাটাবেইজ-এ সন্নিবেশিত করে। ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ থেকে প্রতিটি মামলার ধরণ, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মামলা, বছরভিত্তিক মামলা, মামলার রায় বা আদেশ-এর তথ্য, নিষ্পত্তিকৃত ও অনিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যসহ সকল মামলার হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ফলে মামলার পরিচালনা ও তদারকি সহজতর হচ্ছে। এছাড়াও আদালতের নির্দেশনার আলোকে কোন বাদী/পিটিশনারের (যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/ কর্মচারী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রভৃতি) আবেদন বিধিমোতাবেক নিষ্পত্তিতেও সহজতর হচ্ছে।				

১৫/১০/2022
মোঃ নূর-ই-আলম
উপসচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার